গণতন্ত্রের মূল্য

সৌমেন্দ্র সিকদার

গণতন্ত্র আমাদের অনেক কিছু দেয় যেটা অন্য ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সহজে পাওয়া যায় না। যেমন, নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা অথবা খোলা বাজারে জিনিসপত্র কেনা - বেচার স্বাধীনতা। এইসব মূল্যবান অধিকার যাতে সবার কাছে পৌঁছয় সেটা দেখারদায়িত্ব সরকারের, যে সরকারকে ব্যালট বাক্সের (অথবা EVM-এর) মাধ্যমে জনসাধারণ ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে।

এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকারকে অসংখ্য মন্ত্রক, দপ্তর ইত্যাদি স্থাপন করতে হয়। কালক্রমে এদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে,একটি দপ্তরের কাজের বোঝা স ামলাতে জন্ম হয় কয়েক ডজন উপদপ্তরের, যার প্রত্যেকটিতে থাকেন একজন অধিকর্তা এবং এক বাএকাধিক উপ-অধিকর্তা। বয়োঃপ্রপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপদপ্তরেরা দপ্তরত্ব লাভ করে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক উপদপ্তরের জন্ম দেয়। আমলাতন্ত্র অংশ। অর্থনীতিতে এই অভিজ্ঞতাকে এক সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন গত শতাব্দীর শেষ দশকের জার্মান সমাজতাত্ত্বিক অ্যাডলফ ওয়াগনার। এই সুত্র (Wagner's Law) অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট জাতীয় আয়ে সরকারি খরচের অংশ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে।

সরকারি খরচের আনুপাতিক গুত্ব কেন বাড়তেই থাকবে অর্থনীতির তাত্ত্বিক এবং ফলিত আলোচনায় তার নানা কারণ দেখানোহয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল — মন্ত্রক ও দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি, যেটার কথা আমরা আগে বলেছি। কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য খরচা নিলে বিপুল। একটা সময় ছিল যখন এই সমস্ত ব্যয় নিয়ে কোনও প্রা উঠত না। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে পরিকল্পিতউন্নয়নের স্বার্থে সরকারের অগ্রগন্য ভূমিকাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে, দরিদ্র নারায়ণের সেবার কথা না বলে কি বামপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী, কোনও সরকারই আমাদের দেশে জলগ্রহণ করে না। তাই গণপরিবন্টনে ও অন্য ান্য পরিষেবার ভর্তুকি হিসাবে প্রত্যেক বাজেটেই শত শত কোটি টাকা পরিকল্পিত খরচ হিসাবে ধরা থাকে। নীতিগতভাবে এই বিরোধিতা করার প্রা ওঠে না। উদ ারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের প্রেক্ষিতে দরিদ্র এবং অনুন্নত গোষ্ঠীর নিরাপত্তা একটা বড় প্রা হয়ে দেখা দিয়েছে, এবংএটাও সবাই মেনে নিয়েছে যে এই নির াপত্তা দানের দায়িত্ব দেশের সরকারকেই পালন করতে হবে। তাই সমাজ কল্যাণে পরিকল্পিত ব্যয়েগুত্ব কমার কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই খরচের এক অতি সামান্য অংশই গরিব মানুষের হাতে পৌঁছয়, বেশিরভাগটাই পথে লুটপাট হয়ে যায়। অনেক বছর আগে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন যে, দ ারিদ্র্য লাঘব করার উদ্দেশ্যে এক টাকা খরচ হলে আশি পয়সাই কিভাবে যেন লোপাট হয়ে যায়। অবস্থাটা এখনও বিশেষ পাল্টেছে ভাবার কোনও কারণ ঘটেনি।

এক টাকা পিছু লাভের হিসাবটা করলে শুধু গ্রামোন্নয়ন বা দারিদ্রমোচনই নয় সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্য দুই স্তরেই) বহু প্রকল্প বা দপ্তরেরই অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রা উঠতে পারে। কর ব্যবস্থা সরলীকরণের পক্ষে প্রধান যুক্তিই হল যে হাজার রকম কর থাকলেই রাজস্ব আদায় ভালো হবে একথাটা ঠিক নয়। যে কর এক টাকা সংগ্রহ করতে নববই পয়সা অথবা এক টাকা বিশ পয়সা খরচ হয় সে কর থাকা না থাকা তো সমান। বরং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কর তুলে দিলে উপার্জন বাড়বে। কে ানও বিশেষ কর সরকারের মোট কর বাবদ আয়ের বা জাতীয় আয়ের কত শতাংশ এ ধরনের তথা মাঝে মধ্যেই প্রকাশিত হতে দেখি, কিন্তু কোনও একটা দপ্তর চ ালানোর বাৎসরিক খরচের কত শতাংশ তার নিজস্ব আয় থেকে উঠছে সেরকম কোনও তথ্য চোখে পড়ে না। সব ক্ষেত্রে অবশ্য নিজস্ব আয় বলে কিছু নাও থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে তথ্য পাওয়া সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রে তা জানাতে চাওয়ার অধিকার নাগরিকদের নিশ্চয় আছে। তাহলে আমাদের আয়কর বিভাগের (ব্যক্তিগত অ ায়কর এবং বাণিজ্যিক সংস্থার আয়কর(ব্যর্থতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক টাকা জাতীয় আয়ের কত পয়সা আয়কর হিসাবে আসে এটা জানা যেমন জরি, তেমনি এক টাকা কর সংগ্রহ করতে কত টাকা খরচ হচ্ছে সে তথ্যের গুত্ব কম নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধু আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর নয়, পরোক্ষ কর সম্পর্কেও একথা সমান প্রযোজ্য। বিদেশি এক পত্রিকায় প্রকাশিত একটা খবর হঠাৎ চোখ টানল। ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক চোরাচালান এবং সরকারি কর্মচারীদের মাত্রাহীন অসাধুতার কারণে আমদানি শুল্ক বাবদ আয় ক্রমাগত কমে আসছিল। কয়েক বছর আগে সে দেশের সরকার একটি বিদেশি সংস্থাকে এই কর আদায়ের কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। বছরে একটা নির্দিষ্ট টাকা সরকারকে দিয়ে সংগৃহীত বাকি টাকা কোম্পানি নিজের মুনাফা হিসাবে রাখছে। আপাতত এ ব্যবস্থায় বেশ সুফল পাওয়া গিয়েছে। এই ধরনের Tax Farming আফ্রিকারও কয়েকটি দেশে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সরকারও যদি এ পথে পা বাড়ায় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। এক টাকা খরচ করে কতটা মূল্য পেলাম এই বাজারি হিসাবকে অনেকে হীন অথবা অনৈতিক মনেকরে থ াকেন, কিন্তু দশকের পর দশক সরকারি দপ্তরের মতো শ্বেতহস্তীর পালকে পুষে যাওয়ার যৌক্তিকতাও নিশ্চয়ই প্রশ্নের ঊর্ধে নয়।

হস্তীপাল পোষণ ছাড়াও গণতন্ত্র চালানোর আরেকটা প্রত্যক্ষ খরচ আজকাল মাঝে মাঝে আলোচনায় উঠে আসছে। ১২ জুলাই -এর এক ইংরেজি দৈনিকে খবরটা দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার অধিবেশন চলার সময় প্রতিদিন সকালে একঘন্টা প্রশ্নোত্তরের জন্য ধরা থাকে। গড়ে কুড়িটার মতো প্রা আলোচনার জন্য রাখা হয়। এই প্রাগুলো পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয় এবং বিধানসভার লাইব্রেরিতেও রাখা হয়। সংখ্যা দৈনিক গড়ে আটশো।

কিন্তু হৈচৈ, হট্টগোলের (এবং প্রায়শই হাতাহাতির) কারণে দৈনিক গড়ে দু'তিনটির বেশি প্রশ্নের আলোচনা করা সম্ভব হয় না। সময়ের দামের কথা বাদ দিলেও শুধু পুস্তিকা ছাপানোর

খরচই বছরে দশ লক্ষ টাকার বেশি। এক প্রবীণ সদস্যের মতো, সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকেই এই চূড়ান্ত অবনতির সূত্রপাত।

শুধু আমাদের বিধানসভাতেই নয়, রাজধানীতেও ছবিটা অভিন্ন। Economic and Political Weekly-র ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় পুস্তক পর্যালোচনা অংশে একটা রিপোর্টের আলোচনা চোখে পড়ল। রিপোর্টটা হল Social Watch India Citizen's Report on Governance and Development, 2003; edited by John Samuel and Jagadananda; Center for Youth and Social Development, Bhuvaneswar and National Centre for Advocacy Studies, Pune। এর একটা অংশে ভারতীয় শাসনযন্ত্রকে চালু রাখার খরচের একটা আন্দাজ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের একটা হিসাব অনুসারে ২০০০-০১ সালে লোকসভা অধিবেশনের প্রতি মিনিটে ব্যয় ছিল পনেরো হাজার সাতশো টাকা। প্রশ্ন জাগে। মিনিট পিছু খরচ এই যে দশগুণ মানও কি সমান অনুপাতে বেড়েছে? লোকসভা ও রাজ্যসভা চালু রাখার জন্য বাজেটে বরাদ্দ টাকা এই দশ বছরে বেড়েছে সাতগুণ। রিপোর্টে আরও দেখানো হয়েছে যে, সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের(সেই চেঁচামেচি, আর অবান্তর প্রশ্ন হাতাহাতি!) কারণে ২০০২ সালে মোট একশো ছিয়াশি ঘন্টা রাজ্যসভা ও লোকসভার কাজ নষ্ট হয়েছে।

কেন্দ্রে এই দুই সভার সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার সময় ও অর্থের অপচয় যোগ করলে আমরা পাবো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে সচল রাখার দাম।

লাভক্ষতির হিসাব করে শুল্ক আদায়ের কনট্রাক্ট যদি বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে স্বস্তির মুখ দেখা যায়, তবে দেশটাকে চালানোর ক্ষেত্রেও একই কথা ভাবতে বাধা কোথায়? জাপানি বা মার্কিন বাণিজ্যসংস্থা যদি কম খরচে ভারতবর্ষ চালিয়ে দেয় তাতে ক্ষতিটা কিসের? দেশের নাগরিকদের মনে হয় না বিশেষ আপত্তি থাকবে। এ ব্যাপারে একটা ভোট নিলে মন্দ হয় না। কী বলেন?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com